বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. (কলা)
উপাধির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ছোটগল্পকার বিমল কর : স্রষ্টা ও সৃষ্টি

গবেষক

স্নেহাংশু লোধ

রেজিস্ট্রেশন নং - ০১৪৪

তারিখ : ০১.১২.২০১১

বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
মেদিনীপুর
২০১৬

ভূমিকা

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পের সৃজনশীল ধারায় এক যুগান্তকারী স্রষ্টা রূপে বিমল কর সর্বজননন্দিত। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিবর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে তাঁর শিল্পিত লেখনী 'ইঁদুর', 'সুধাময়', 'জননী', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' ইত্যাদি গল্পের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের মূলীভূত শাশ্বত সত্য উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছে। অস্তিত্বগত টানাপোড়েন, মনস্তত্ত্বের জটিল বিন্যাস, গভীর মৃত্যুচেতনা, মরমি দার্শনিক উপলব্ধির সমন্বয়ে সৃষ্ট নানান মাত্রিকতার গল্পে তিনি মানুষকে অপূর্ণতা অতিক্রমণে পূর্ণতার প্রতি অন্বেষণে প্রাণিত করেছেন। বাণিজ্যিক পত্রিকার পেশাদার লেখক হয়েও বিমল কর 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' পত্রিকার মাধ্যমে বিষয় ও আঙ্গিকের যৌথ অভিনবত্বে বাংলা গল্পের নতুন বাঁকবদলে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

'ছোটগল্পের বিমল কর : স্রষ্টা ও সৃষ্টি' নামক গবেষণা-অভিসন্দর্ভে আমরা কালজয়ী গল্পকার বিমল করে'র গল্পবিশ্বের অনুপুঙ্খ পুনর্মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়েছি। এই অভিসন্দর্ভটিকে দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

বিমল কর : জীবন ও সমকাল

ছোটগল্পে স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা বিমল কর (১৯২১-২০০৩) শৈশব-কৈশোর-যৌবনের প্রথমদিকে পড়াশুনা ও চাকরির সুবাদে বাংলা-বিহার-ঝাড়খন্ডের সীমান্তবর্তী নানা অঞ্চলে কাটালেও পাঁচের দশকের পর থেকে কলকাতাতে বাস করেই সাহিত্যসৃষ্টিতে মগ্ন হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, খন্ডিত স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা ইত্যাদি নানা ঘটনায় সমন্বিত বিশ শতকের শেষ ছয় দশক তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টিকেও সমভাবে জারিত করেছে। 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় 'গিনিপিগ এস্রাজ ও রাত্রি' নামে প্রথম গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি 'দেশ' পত্রিকায় যোগদান এবং 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'র মাধ্যমে স্বতন্ত্র ধারার গল্পসৃজনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। নানা মাত্রার ছোটগল্পের সমান্তরালে উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ রচনায় শৈল্পিক দক্ষতার কারণে বিমল কর 'সাহিত্য আকাদেমি', 'নরসিংহ দাস' ইত্যাদি পুরস্কারে সম্মানিত হন।

এই অধ্যায়ে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নানা প্রেক্ষাপটে বিমল করের ব্যক্তিজীবন আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিমল করের সৃষ্টি লোক

সাহিত্যিক বিমল করের শৈল্পিক লেখনী ছোটগল্পের পাশাপাশি উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সৃজনমুখর হয়ে উঠেছিল। 'সুধাময়', 'আঙুরলতা', 'আত্মজা', 'সত্যদাস' গল্পের সমান্তরালে 'দেওয়াল', 'পূর্ণ অপূর্ণ', 'খড়কুটো' ইত্যাদি উপন্যাস তাঁর সাহিত্যিক সত্তার অন্যতম অভিজ্ঞান। 'কর্ণ-কুন্তী সংলাপ', 'ঘাতক' এর মতো কয়েকটি নাটকের স্রষ্টা বিমল কর স্মৃতিকথামূলক 'উড়োখই', 'আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা' গ্রন্থে ভিন্ন স্বাদের রচনায় স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

এই অধ্যায়ে আমরা বিমল করে'র সাহিত্যসৃষ্টির সামগ্রিক রূপরেখা উল্লেখে সচেষ্ট হয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়

বিমল করের ছোটগল্পের শ্রেণিবিন্যাস

চলমান কালের নিরিখে ভাবনার বিকাশ-বিবর্তনের প্রবণতা অনুসারে বিমল করে'র গল্পভুবনকে সূচনা-অন্বেষণ-উপলব্ধি-উত্তরণ-অন্ত্য পর্বে বিন্যস্ত করা যায়। আবার অন্তর্বস্তু ও রীতিগত বৈচিত্র্য অনুযায়ী তিনি মনস্তত্ত্বধর্মী, মৃত্যুচেতনাধর্মী গল্পের সমান্তরালে রূপকাশ্রিত, প্রতীকধর্মী নানা মাত্রার গল্প সৃজনে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনদর্শন

খণ্ডকালের যাপিত জীবনে মানুষের সত্তাগত পূর্ণতা অন্বেষণের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাই বিমল কর সৃষ্ট গল্পবিশ্বের মৌল জীবনদর্শন হিসেবে প্রতিভাত। তাত্ত্বিক বীক্ষার পরিবর্তে ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনের অন্তহীন দ্বিরালাপে অস্তিত্বের সারসত্য উপলব্ধির ভাষ্যই তাঁর 'সুধাময়', 'জননী', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' ইত্যাদি গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত্যুচেতনা : নিগূঢ় উপলব্ধি

অনিবার্য-অমোঘ রহস্যময় মৃত্যুর স্পন্দমানতায় জীবনের শাশ্বত স্বরূপের মরমি উপলব্ধি বিমল করের' নানা গল্পে ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'অপেক্ষা', 'নরকে গতি', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' ইত্যাদি গল্পে মৃত্যু কখনো নিয়তি, বা প্রতীকী রূপে আবার কখনো এক অনন্ত যাত্রার ব্যঞ্জনায় জীবনের সমান্তরালে এক অপর সত্তা রূপে উপস্থিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব মনস্তত্ত্বের নিপুণ রূপচিত্রণ

মানব মনস্তত্ত্বের জটিল ভাষ্যের শৈল্পিক রূপকার হলেন বিমল কর। চেতন-অবচেতন-অচেতন স্তরের নিরন্তর মন্থনে আলোড়িত মানবমনের অন্তর্গূঢ় বিচিত্র ভাষ্য তাঁর 'যযাতি', 'আত্মজা', 'ইঁদুর' ইত্যাদি গল্পে উন্মোচিত হয়েছে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও গভীর অনুভূতির সমন্বয়ে তিনি মানবমনের গহনতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়

প্রকৃতিচেতনা : নিসর্গ ও মানবজীবনের অন্তর্লীন সম্পর্ক

মৌন প্রকৃতি ও মুখর মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের শিল্পিত ভাষ্য বিমল করে'র লেখনীতে নান্দনিক হয়ে উঠেছে। 'নিষাদ' গল্পে প্রকৃতি যেমন নিয়তিকল্প রূপে উপস্থিত হয়েছে, তেমনি 'অশ্বত্থ', 'শীতের মাঠ' গল্পে চরিত্র হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্যময়তা, কাব্যিকতার মেদুর স্পর্শে 'পলাশ', 'উদ্ভিদ', 'অবিশ্বাস্য' নানা গল্পে প্রকৃতি বর্ণনা চিত্রকল্পময়তায় উন্নীত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

চরিত্র নির্মাণ কুশলতা

প্রধানত মধ্যবিত্ত বাঙালি নাগরিক সমাজের মানুষরাই বিমল করে'র গল্পজগতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার চরিত্র রূপে উঠে এসেছে। জীবন-অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, কল্পনাশক্তির রসায়নে তিনি চরিত্র নির্মাণে সামাজিক সত্তা অপেক্ষা ব্যক্তিসত্তার প্রতিবিম্বনে অধিক মনোযোগী ছিলেন।

নবম অধ্যায়

প্রাকরণিক কৃৎকৌশল

প্রচলিত তাত্ত্বিকতাকে অস্বীকার করে বিমল কর 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'র মাধ্যমে নতুন ধারার গল্প সৃজনে উৎসাহী হন। কাহিনিসর্বস্বতাকে অগ্রাহ্য করে অন্তর্বাস্তবতাবোধে গুরুত্ব দিয়ে কাব্যিক মূর্চ্ছনা, চিত্রকল্প, রূপক-প্রতীকের শীলিত সাহচর্যে তিনি বাংলা গল্প ধারায় বাঁকবদল আনয়নে সমর্থ হয়েছিলেন।

দশম অধ্যায়

উপসংহার

একালের প্রেক্ষিতে বিমল করের ছোটগল্প – ফলপরিণাম

যুগোত্তীর্ণ স্রষ্টা বিমল করের স্বতন্ত্র ধারার গল্প পরবর্তীকালে 'হাংরি', 'শাস্ত্রবিরোধী' ইত্যাদি গল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনুঘটক রূপে কাজ করেছে। তাঁর মানবিকতা সমৃদ্ধ গল্পবিশ্ব সমকালের গণ্ডি অতিক্রম করে একুশ শতকেও পাঠক-পাঠিকাদের জীবনবোধে উদ্দীপ্ত করে চলেছে। প্রকৃতই অর্থে'ই বিমল কর হলেন এক কালজয়ী ছোটগল্পকার।